৪৩

যায়যায়দিন

AUG. 06 2006

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

৬ মাস ধরে পেনশন পাচ্ছেন না ১১ হাজার বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী

আড়াইশ' কোটি টাকার ফান্ডের কর্তৃত্ব নিয়ে সরকার সমর্থক দু'গ্রুপের লড়াই

আতিক রহমান পূর্ণিয়া

অবসর সুবিধা বোর্ডের সদস্য সচিব নিয়োগ নিয়ে জটিলতায় ছয় মাস ধরে আটকে আছে বেসরকারি স্কুল-কলেজের প্রায় ১২ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর পেনশনের চেক। ফলে অবসরে যাওয়া এই শিক্ষক-কর্মচারীরা এখন অর্থকষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, অবসর সুবিধা বোর্ডের প্রায় আড়াইশ' কোটি টাকার ফান্ডের কর্তৃত্ব নিয়েই মূলত তৈরি হয়েছে এ জটিলতা। কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে আছে সরকার সমর্থক দুটি শীর্ষ শিক্ষক সংগঠন। এ সরকারের আমলে গঠিত এ বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ ওই দুই সংগঠনের দুই নেতার হাতেই আবর্তিত হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে বোর্ডের ফান্ড নিয়ে কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতি হয়েছে কি না সেটা চিহ্নিত করতে একটি অডিটও শুরু করেছে সরকারের হিসাব ও নিরীক্ষা দফতর।

বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ২০০২ সালের ১ ডিসেম্বর এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অবসর সুবিধা বোর্ড গঠন করে। বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর সুবিধা দেয়ার জন্য বোর্ডকে দেয়া হয় ৫২ কোটি টাকা। এছাড়াও শিক্ষক-কর্মচারীদের মাসিক বেতনের শতকরা ৬ ভাগ হারে বোর্ডের ফান্ডে জমা হয়। এভাবে প্রতিমাসে জমা পড়ে প্রায় ১৪ থেকে ১৫ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে বর্তমানে ফান্ডে আছে প্রায় আড়াইশ' কোটি টাকা। এ টাকা থেকেই অবসর সুবিধা পান শিক্ষক-কর্মচারীরা।

সদস্য সচিবই এ বোর্ডের মূল কর্মকর্তা। গত বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে বোর্ডের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। ২০০৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বোর্ডের প্রথম সদস্য সচিব হিসেবে তিন বছরের জন্য নিয়োগ পান শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের একাংশের নেতা প্রফেসর এম শরীফুল ইসলাম। গত ফেব্রুয়ারি মাসে শরীফুল ইসলামের তিন বছরের মেয়াদ শেষ হয়। তখন সরকার শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের অন্য অংশের প্রধান অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়াকে সদস্য সচিব নিয়োগ দেয়। তার পরই প্রকাশ্য রূপ নেয় ওই দু'গ্রুপের বিরোধ। এক গ্রুপ অন্য গ্রুপের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই শুরু করে বক্তৃতা-বিবৃতি। এ নিয়োগ নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে মতের অমিলের কারণে মন্ত্রীর অপসারণ পর্যন্ত চায় শরীফুল ইসলাম গ্রুপ। জুনের শেষ দিকে ওই গ্রুপের এক শিক্ষক নেতার রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাই কোর্ট অবসর সুবিধা বোর্ডের সদস্য সচিব হিসেবে সেলিম ভূঁইয়ার দায়িত্ব পালনের ওপর স্থগিতাদেশ দেন। তখন থেকেই শিক্ষক-কর্মচারীদের পেনশনের চেক দেয়া বন্ধ রয়েছে। এ আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করলে গত সপ্তাহে সে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু তারপরও কাজ শুরু হয়নি বোর্ডের।

আড়াইশ' কোটি টাকার ফান্ডের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তবে ফান্ডের কর্তৃত্ব নিয়ে বিরোধের কথা অস্বীকার করে বোর্ডের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া গত রাতে যায়যায়দিনকে বলেন, টাকার জন্য তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। তবে সাবেক সদস্য সচিব এম শরীফুল ইসলাম বোর্ডের সদস্য সচিব থাকা অবস্থায় নিয়ম অনুযায়ী বোর্ড সভায় আলোচনা না করেই ইচ্ছামতো অবসর সুবিধার টাকা শিক্ষকদের দেয়া হতো বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি জানান, বোর্ডের টাকা এখন রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি বিভিন্ন ব্যাংকে রাখা হয়েছে। বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যাংক আল-ফালাহ, সাউথইস্ট এবং এক্সিম ব্যাংক।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষ শিক্ষক গ্রুপ নেতা এম শরীফুল ইসলাম একইভাবে টাকার কর্তৃত্ব নিয়ে বিরোধের অভিযোগ অস্বীকার করেন। তবে তিনি বলেন, তার সময়ে বোর্ডের সব টাকা শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ও সোনালী ব্যাংকে ছিল। এখন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে প্রাইভেট ব্যাংকে টাকা স্থানান্তর করে কেউ কমিশন বাবদ লাভবান হয়ে থাকলেও থাকতে পারে। তিনি বোর্ডের পুরো বিষয় দুর্নীতি দমন কমিশনের মাধ্যমে তদন্তের দাবি জানান। শরীফুল ইসলাম বলেন, বোর্ডের চলমান অডিটের কাজ পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের মাধ্যমে করার কোনো এখতিয়ার নেই। বোর্ডের গঠন অধ্যাদেশ অনুযায়ী এ অডিট অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল অফ বাংলাদেশের করার কথা।

বিরোধী দল সমর্থক শীর্ষ শিক্ষক সংগঠন শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী কাজী ফারুক আহমেদ যায়যায়দিনকে বলেন, শুনেছি নেতৃত্ব নিয়ে সরকার সমর্থক দুই শিক্ষক নেতার মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। টাকা-পয়সা নিয়ে বিবাদ আছে কি না জানি না। এর বাইরে তিনি কোনো মন্তব্য করতে চাননি।

সূত্র জানায়, বোর্ড গঠনের পর এ পর্যন্ত ১৭ হাজার ১২৯টি পেনশনের আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে ১৩ হাজার ৯টি আবেদন স্কুলের, ১ হাজার ৯৯টি কলেজের এবং ৩ [illegible]

এসব আবেদনের মধ্যে এখন পর্যন্ত মাত্র [illegible] হাজার ৮৭৪টির নিষ্পত্তি হয়েছে। এরপর[illegible] প্রতিদিন অসংখ্য শিক্ষক-কর্মচারীর নতু[illegible] নতুন আবেদন জমা পড়ছে। বোর্ড কার্যাল[illegible] প্রায়ই দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আ[illegible] পেনশনের আবেদনকারী শিক্ষক-কর্মচারী[illegible] ভিড় দেখা যায়। কিন্তু তাদের কেউ বোর্ডে[illegible] কাছ থেকে জানতে পারছেন না, কবে তাদে[illegible] আবেদনের নিষ্পত্তি হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরে[illegible] মহাপরিচালক প্রফেসর দিলারা হাফিজ [illegible] প্রসঙ্গে বলেন, সদস্য সচিব নিয়ে জটিলতা[illegible] বিষয়টি তিনি শিক্ষা সচিবকে জানিয়েছেন[illegible] এখনো সমস্যা নিরসনে তেমন অগ্রগ[illegible] হয়নি। শিক্ষক-কর্মচারীদের পেনশনের টা[illegible] ছাড় না হলে রমজান ও ঈদ সামনে রে[illegible] সমস্যা আরো জটিল হতে পারে বলে তি[illegible] আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

অবসর সুবিধা বোর্ডের বর্তমান অচলাব[illegible] সম্পর্কে যোগাযোগ করা হলে বোর্ডে[illegible] উপপরিচালক জহিরুল হক বলেন, শিক্ষ[illegible] কর্মচারীদের পেনশনের অনেক আবেদন জ[illegible] পড়ে আছে। প্রতিদিন বোর্ড অফিসে অসং[illegible] শিক্ষক-কর্মচারী এসে ভিড় করেন বলে তিনি জানান। বোর্ডের সদস্য সচিব শিক্ষ[illegible] নেতা অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া যায়যায়দিন[illegible] বলেন, এখন বোর্ডে অডিট চলছে। তা[illegible] কর্মচারীরা সবাই অডিট টিমকে সহযোগি[illegible] করতে ব্যস্ত। তবে এক সপ্তাহের ম[illegible] যথারীতি বোর্ডের কাজকর্ম শুরু করা যা[illegible] বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বোর্ডের বর্তমান অচলাবস্থা সম্প[illegible] শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারু[illegible] যায়যায়দিনকে বলেন, এ বোর্ডটি নিয়ে তি[illegible] সব সময় সমস্যাবোধ করেছেন। এ[illegible] মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বোর্ডে আর্থি[illegible] অডিট করা হচ্ছে।

মন্ত্রী বলেন, এমপিওভুক্ত না হওয়ায় প্রফে[illegible] এম শরীফুল ইসলামকে দ্বিতীয়বার বোর্ডে[illegible] সদস্য সচিব করা যায়নি। বর্তমান শিক্ষ[illegible] আন্দোলন নিরসন হলে মন্ত্রী অবসর সুবি[illegible] বোর্ডের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেবে[illegible] [illegible]